দুর্নীতির পরিবেশ, পরিবেশে দুর্নীতি

১৯৭০ দশকের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ Gunnar Myrdal "এশিয়ান ড্রামা" নামে একটি বই লিখেছিলেন যে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এশিয়ার বুকে বিভিন্ন দেশে পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবার একটি অন্যতম কারণ হল দুর্নীতি । বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল এবং অনেকেই এই উপস্থাপনাটিকে বাস্তব বলে মেনে নিতে পারেননি । তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে । ভারতবর্ষের মাটিতে বহু ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনার শেষেই দেখা গেছে আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি । কারণ দুর্নীতি । রাজ্যসভা থেকে লোকসভা সর্বত্রই দুর্বৃত্তায়নের প্রতিযোগিতা ।

একবিংশ শতাব্দী পরিবেশ সংকটের শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংকটে সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে । তবে এই প্রচেষ্টার আন্তরিকতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে । ভারতবর্ষের বুকে পরিবেশ সংকটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একাধিক আইন তৈরি হয়েছে । যথাক্রমে জলের দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের কার্যকলাপকে দূষণমুক্ত রাখতে আইনের কোন ঘাটতি নেই । কিন্তু একটু চোখ ফেরালেই দেখা যায় সমস্ত পরিবেশ আইনকেই দুর্নীতি নামক ভাইরাসটি গ্রাস করেছে ।

* বেআইনি খনি খননের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । অবৈধ খননকার্য পরিবেশ ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ । ১৯৮৬ সালে পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কোনরকম খনি সংক্রান্ত খননকার্য করতে গেলে সুনির্দিষ্ট পরিবেশ ছাড়পত্র প্রয়োজন । ভারতের মহামান্য উচ্চ আদালত সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়া কোন খননকার্য করা যাবে না । বিচার ব্যবস্থা বা দেশের আইনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বেআইনি খনি আইনি খনির থেকে অনেক বেশি । পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি কয়লা খনি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে । বীরভূমের পাথর খাদান সেই একই পথের পথিক । সবকিছুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে খননকার্য চলছে, দুর্নীতির কালো মেঘ সমস্ত সৎ প্রচেষ্টাকে প্রায় গ্রাস করেছে । পশ্চিমবঙ্গের বুকে বেআইনি বালি খাদান দুর্নীতির এক চরম উদাহরণ । প্রশাসন প্রায় স্বীকার করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যত আইনি কয়লা খনি রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে বেআইনি কয়লা খনি । বেআইনি কয়লার খনি, বালি খাদান বা বেআইনি ইঁট খোলা পরিবেশ দূষণের এক অন্যতম কারণ ।

* সমুদ্র সৈকত নিয়ন্ত্রক আইন ভঙ্গ করে বোম্বের বুকে "আদর্শ" নামক গৃহনির্মাণের কথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এমনকি "আদর্শ" নামক এই বাড়ি নির্মাণের কাজ ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করেছে । কিছুদিন ধরে কাগজে লেখালেখির পর সব ব্যাপারটাই থমকে দাঁড়িয়েছে । "আদর্শ" আবাসনটি একদিনে তৈরি হয়নি, ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে এবং সমুদ্র সৈকত নিয়ন্ত্রক আইনকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে । ১৯৯১ সালে সমুদ্র সৈকতের জীববৈচিত্র্য ও তার নান্দনিক সৌন্দর্য্য ও বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষার জন্য আইন হলেও ভারতবর্ষের সমুদ্র সৈকত জুড়ে আইন লঙ্ঘন করার ইতিহাস প্রলম্বিত হয়েছে । কারণ একটাই, দুর্নীতি । পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র সৈকতও সেই একই নিয়ম ভাঙার খেলার সফরসঙ্গী হয়েছে । মন্দারমনি থেকে দীঘা, তাজপুর সহ সুন্দরবন কোন জায়গাতেই আইন মানা হয়নি । মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট ও পরিবেশ ট্রাইবুনাল বারবার নির্দেশ দিয়েছেন সমুদ্র সৈকতের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! নীতিহীনতা উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে । কোন আইন বা প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি ।

* পশ্চিমবঙ্গের বুকে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ বেআইনি যানবাহন । কলকাতা হাইকোর্ট ২০০৯ সালে ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিল করেছিলেন । কিন্তু পুরোনো গাড়ি চলছে বহাল তবিয়তে, যাদের কোন পরিবেশ ছাড়পত্র নেই ! এমন অসংখ্য গাড়ি কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলছে যাদের দূষণ নিয়ন্ত্রক ছাড়পত্র নেই ! যে সমস্ত জায়গা থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রক ছাড়পত্র দেওয়া হয় সেই সমস্ত জায়গাতেও দুর্নীতি চরম আকার নিয়েছে । যত খারাপ গাড়ি হোক না কেন,

টাকা দিলেই তার ছাড়পত্র মিলবে। কোন নিয়ম নেই, সরকারি উদ্যোগ নেই। অসংখ্য গাড়ি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের কাছে পরিবহন দপ্তরের কোন ছাড়পত্রই নেই। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেআইনি গাড়ির রমরমা ব্যবসা সর্বজন বিদিত। কিন্তু মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের যতই আদেশ থাকুক, প্রশাসন তাকে কার্যকরী করতে পারবে না - কারণ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা।

* বেআইনিভাবে বৃক্ষছেদন নতুন কোন ব্যাপার নয়। সরকারি প্রকল্প থেকে বেসরকারি প্রকল্প সকলেই যথেচ্ছভাবে গাছ কাটছেন, যদিও গাছ কাটার ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট আইন আছে। হুগলী জেলার চন্দননগর ও মানকুন্ডুর মধ্যবর্তী এলাকাতে বিস্তীর্ণ আমবাগান ধ্বংস করার প্রতিবাদে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয় এবং কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যসরকারকে বনাঞ্চল ব্যতীত অঞ্চলে বৃক্ষছেদন রোধ করতে আইন প্রণয়ন করতে বলে এবং তার ফলে The West Bengal Trees (Protection and Conservation in Nin-Forest Areas) Act - 2006 নামক আইনটি রচিত হয়। কিন্তু এই আইনের কার্যকারিতা প্রায় নেই বললেই চলে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল দপ্তর নানাধরনের কর্মকান্ড করছেন কিন্তু গাছ কাটার ব্যাপারে যে আইনটি আছে সেটি মানতে ইচ্ছুক নন। উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার দামী গাছ ধ্বংস করে কিছু মানুষের অর্থ উপার্জন হচ্ছে। এমনকি লাটাগুড়ি জাতীয় উদ্যানও এই বৃক্ষছেদনের দুর্নীতির দোষে দুষ্ট। আইন যাই থাকুক যদি আমার অর্থ থাকে, ক্ষমতা থাকে তাহলে যে কোন আইনকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব কাজই করা সম্ভব। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট জায়গায় নজরানা দিতে হবে।

* জলাভূমি সংরক্ষণ বা নদীর দিকে ফিরে তাকানোর কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব কোলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আইন হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জলাভূমিগুলিকে রক্ষা করার জন্য আইন তৈরি হয়েছে। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে গঙ্গা যমুনা সহ সব নদীকে দূষণ থেকে মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু বাস্তবে জলাভূমি ভরাট-ই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় সংকট। কোলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমিগুলি সকলের চোখের সামনে ভরাট হচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন থেকেও নেই। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিবাদ করলেও অদ্ভুত কৌশলে প্রশাসন জানিয়ে দেয়, সরকারি খাতায় যেহেতু জলাভূমির অস্তিত্ব নেই সেই হেতু তাঁরা অপারগ। পূর্ব কোলকাতার জলাভূমি সহ হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা এলাকাতে জলাভূমি ভরাট প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যদি কেউ বেশি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এ তো গেল জলাভূমির কথা। এমনকি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে নদী হারিয়ে পর্যন্ত যায়। উত্তর চব্বিশ পরগনাতে সোনাই নামে একটি নদী ছিল তা আজ সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। সরস্বতী নদীরও একই অবস্থা। সরস্বতী নদী বা সোনাই নদী রক্ষা করার কথা জনস্বাস্থ্য মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগ আদেশ দিলেও তা কখনই বাস্তবে কার্যকরী হয় নি। জলাভূমি কিংবা নদী সংরক্ষণের জন্য আইনের অভাব নেই। কিন্তু সমস্ত আইনকে পাশ কাটিয়ে অধুনা "প্রোমোটার" নামক কিছু ব্যক্তি সবই নির্বিচারে বুজিয়ে ফেলছেন এবং তৈরি হচ্ছে প্রকৃতির চরম সর্বনাশের ইতিবৃত্ত। প্রশাসন নির্বিকার। প্রশাসন সহ সমস্ত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এক অদ্ভুত স্থবিরতায় আক্রান্ত।

* উত্তরবঙ্গের বুকে করোলা বলে একটি নদী আছে। পাহাড়ি নদী। মিষ্টি ছন্দে সে বয়ে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সেই করোলা নদীর বুকে দেখা গেল পড়ে থাকা চিকিৎসা বর্জ্য। নদীর জল হল বিষাক্ত। ভারতবর্ষের বুকে চিকিৎসা বর্জ্য সঠিকভাবে দূষণমুক্ত করার জন্য ১৯৯৮ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু কোলকাতার রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র ব্যবহৃত সিরিঞ্জ বা অন্যান্য চিকিৎসা বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। আরও বেশি হল আতঙ্কজনক ঘটনা হল সেই বর্জ্যগুলিই আবার নতুন মোড়কে ফিরে আসে বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোমে। চিকিৎসা বর্জ্য নিয়ে দুষ্টচক্রের কাজকর্ম চলে প্রায় খোলাখুলিভাবে। মাঝেমধ্যে ধরাও পড়ে। কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসন ঝুপড়িবাসীদের নিয়ে কিছুদিন টানাহ্যাঁচড়া করে, তারপর সবই হারিয়ে যায় এক সংগঠিত দুষ্টচক্রের কাছে।

ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত পরিবেশ ধ্বংসের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা, কেবলমাত্র কয়েকটি খন্ডচিত্র তুলে ধরা হল। দূষণ সৃষ্টি করে মূলতঃ সমাজের উপরতলার মানুষ যারা প্রায় আমাদের মত দেশের অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী পরিবেশ আইন সৃষ্টি হলেও দূষণসৃষ্টিকারী জানে দুর্নীতি এদেশে গভীরভাবে প্রোথিত। আইনকে অগ্রাহ্য করে এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থায় তারা স্বচ্ছন্দে দূষণ ঘটাতে পারে এবং সেই কারণে

তাদের কোন শাস্তিও হবে না। যদি কমবেশি নাড়াচাড়া বা লেখালেখি হয়ও বা, কিছুদিন পরেই তা আবার অদ্‌ভুত আঁধারে হারিয়ে যায়। দুর্নীতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পরিবেশ সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

এতকিছুর মধ্যেও কোনভাবে দুর্নীতির ইতিহাসই শেষ কথা বলবে, এ কথা মেনে নেওয়া যায়না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে কয়েক বছরের মধ্যে পরিবেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বেশ কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। পরিবেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন, এটাই একমাত্র ভরসা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলতে হয় ...

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
পরিবেশ ও সমাজকর্মী

ফোনঃ 8420762517 / 8420529966

ই মেলঃ biswajit.envlaw@gmail.com